মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

কালো জিরের চাল

তারাপদ রায়

ই-মেলটা আগেই এসেছিল। হাতে তেমন অবসর না থাকলে কম্পিউটারের ঘরটা খোলা হয় না। দরজা ভেজানো থাকে। তেমন জরুরি প্রয়োজনও বিশেষ পড়ে না। ই-মেলের বাক্সও খোলা হয় না। চিঠি এলে পড়ে থাকে।

আজ সকালে একটা টেলিফোন এসে কেটে যায়। রবিবারের সকাল। দ্বিতীয়বার ফোনটা বেজে উঠতে একটু আলগোছে পাশ ফিরে শুল নিশীথ। মার্কিনি চাকরি। সারা সপ্তাহ হাড়-কাঁপানো খাটুনি। রোববারের সকালে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। খবরের কাগজ নয়, চা নয়, এমনকি ফোন ধরা নয়। বাইরের লোকজন, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব তেমন কে-ই বা আছে কাছাকাছি ; তারা এলেও মনে ফূর্তি হয় না। অথচ তাদের সঙ্গেই সন্ধ্যার দিকে আড্ডায় বা পার্টিতে কিংবা রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে গেলে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নিশীথ। কিন্তু আজ সকালবেলায় টেলিফোনটা এসে রোববারের শান্তিটা তছনছ করে দিল। তার চেয়েও বড় কথা টেলিফোন ধরার পর যে খবরটা নিশীথের স্ত্রী বনানী পেল সেটা আজ কিছুদিন ধরেই অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশে নিশীথের জন্মশহর থেকে একজন প্রতিবেশী ফোনে বললেন, 'তোমরা ঢাকা থেকে ই-মেল পাওনি ?' ভদ্রলোক পুরোনো পারিবারিক চিকিৎসক। আবু বকর ডাক্তার। ফোনে বনানীর গলা শুনে বললেন, 'বৌমা বলছ ? নিশীথ বুঝি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি ? ভালোই হয়েছে। তুমিই ব্যাপারটা শুনে নাও। বৌদি, সরস্বতী বৌদি আজ কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন, রাত আটটা নাগাদ। ঢাকায় তোমার খুড়তুতো দেওর অসিতকে ফোন করে তোমাদের ই-মেল করে সব জানাতে বলেছি। তোমরা নিশ্চয়ই সেটা এতক্ষণে পেয়ে যাবে।'

বনাণীর হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু আবু বকর ডাক্তার সহজে কিছু শেষ করতে পারেন না, তিনি বলে চললেন, 'দেড় সপ্তাহ হয়ে গেল এখানে ই-মেল বন্ধ। কেউ কিছু করছেও না।'

এই দু:খের মধ্যেও বনানীর হাসি পেল। ওই অজ শহরে লোকেরা ই-মেল দিয়ে কী করবে ? পাঁচ বছর আগেও তো এসব কিছু ছিল না। ইলেকট্রিক, কলের জল -- এসবও তো সেদিন এল, বড় জোর পনেরো-বিশ বছর।

সে যা হোক। আবু বকর ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বনানী বলল, 'আমি যাই। ওকে ঘুম থেকে তুলে ধীরে-সুস্থে খবরটা দিই।'

এতেও আবু বকর নিরস্ত হলেন না। বললেন, 'এদিকে তো তোমাদের বাড়ি একদম ফাঁকা হয়ে গেল। বৌদির শ্রাদ্ধ তোমাদের ধর্মের ব্যাপার। সেটা সারতে তোমাদেরই আসতে হবে। দেরি করলে চলবে না। তাছাড়া বাড়িঘর দেখাশুনোর ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল, এখান যা-তা সব কাণ্ড হচ্ছে। বাড়ি খালি রাখা যাবে না।'

এরপর আরও কিছুক্ষণ হয়তো আবু ডাক্তার কথা বলে যেতেন, কোনওরকমে তাঁর হাত ছড়িয়ে কম্পিউটারের ঘরে গিয়ে বনানী ই-মেলে দেখে খুড়তুতো দেওরের চিঠিটা বার করল। স্বল্প কথা পর সে জানাচ্ছে, 'এখনই রওনা হচ্ছি। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। তোমরাও যত তাড়াতাড়ি পারো রওনা হও। তোমাদের অপেক্ষায় থাকব।' ইতি - অমিত।

আত্মীয়ের মধ্যে সুজিত নামে এই দেওরটি দেশে রয়ে গেছে, আর অন্য কেউ নেই। শ্বশুরমশাই অনেক আগেই মারা গেছেন, ওই দেশের বাড়িতেই।

সেবার নিশীথ-বনানী দুজনেই গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বাবার মৃত্যুর আগেই দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল এবং শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে আমেরিকায় ফেরে। তখন তাদের মেয়ে চন্দনা সবে স্কুল ছেড়েছে। সেও সঙ্গে ছিল। সে মেয়েও বিয়ে হয়ে বহুদিন অস্ট্রেলিয়ায় আছে।

ই-মেলের কাগজটা হাতে নিয়ে শোয়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে এলোমেলো চিন্তা বনানীর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। এখনই একটা ফোন করে চন্দনাকে তার ঠাকুমার শেষ খবরটা দিতে হবে। আগেকার দিন হলে শাশুড়ির মৃত্যুর পর নিশীথদের পুরোনো বনেদি সংসারে সব তোলপাড় হয়ে যেত। এখন একটা মৃত্যু সংবাদ মাত্র।

নিশীথ এখনও চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তবে ঘুম ভেঙে গেছে। চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে নিশীথ তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল এত সকালে ফোন-টোন কীসের। এই সময়ে ই-মেলের কাগজটা বনানীর হাতে দেখতে পেয়ে নিশীথের কেমন যেন মনে হল, জিজ্ঞাসা করল, 'মার কোনও ব্যাপার?' বনানী রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মা নেই।'

এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। মা-বাবার মৃত্যুর খবর মানুষেরা এমনিই টের পায়। সে বনানীকে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকার পর বলল, 'দেশে কোনও ফোন করতে যেও না, অনেক কথা বলতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে। একটা ই-মেল পাঠিয়ে দাও। বনানী বলল, ওদের ওখানে ই-মেল অচল হয়ে রয়েছে। তখন নিশীথ বলল, বাঁচা গেছে। কিন্তু আমাকে তো অশৌচটা করতে হবে।'

নিশীথের কথায় বনানী খুব বিচলিত হল না, এমনভাবে সে কথা বলছে যেন মা মরে যাওয়া কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু বনানী জানে নিশীথ কাঁদে না। কাঁদতে জানে না। শোক-দু:খের গভীরতম মুহূর্তগুলিতে সে একদম স্থির বাস্তববাদী হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথ বলল, 'দেশে আর গিয়ে কী হবে। ওই সব বাড়ি-ঘর, জিনিসপত্র ওই রকম পড়ে থাকুক। সুমিত যেন নিয়ে নেয়।' বলল বটে কিন্তু জন্মভিটের উঠোনের কিছু উদাসী হাওয়া বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

ধীরে-সুস্থে বিছানা থেকে উঠে নিশীথ বাথরুমে গেল, তারপর যথারীতি দাড়ি কামাতে গিয়ে তার খেয়াল হল তার তো মা মারা গেছে, তার তো অশৌচ। কোথায় যেন কবেকার একটা নিয়ম আছে অশৌচের সময় ক্ষৌরকার্য নিষিদ্ধ। শাওয়ারে স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে নিশীথের খেয়াল হল তেউনি পরতে হবে। বনানীকে সে কথাটা বলতে বনানী বলল, আমাদের দেশের মতো থান কাপড় এখানে পাব না। তবে ওয়ার্ড্রোবে অনেকগুলো নতুন ধূতি-চাদর রয়ে গেছে, সেগুলো দিয়ে কাজ চালানো যাবে না ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম কথাবার্তা চলছে। যেন কিছুই হয়নি। এই সংসারের জননীর মৃত্যুসংবাদ যেন এইমাত্র আসেনি।

ইতিমধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে। বনানী মোড়ের স্টোরে গিয়ে হবিস্যির জিনিসপত্র কিনে আনল। এখানে হঠাৎই একদিন বনানী আবিষ্কার করেছিল যে আসল কালোজিরে চাল এখানে দেশ থেকে আসে। সঙ্গে আলু, কপি, সিম কিছুটা

মাখন এমনকি স্বস্থ্যসম্মত সন্দক লবণও এখানে পাওয়া যায়। একটা ছোট গ্যাসের উনুনও কেনা হল। উঠোনে মেপল গাছের নীচে হবিস্যি রান্না হবে। এ-দেশে যেভাবে বার-বি-কিউ হয়।

বাবার কাজকর্ম শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে সেবার আমেরিকা ফিরে আসতে নিশীথ-বনানীর বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ছুটি নিলে মেয়ের স্কুলে খুব সমস্যা। অবশ্য নিশীথের কাজে অসুবিধা হয়নি। বন্ধুবান্ধব মিলে কো-অপারেটিভের মতো একটা দিন আনি দিন খাই গোছের কারখানায় কয়েকজনে মিলে ভাগে-জোকে সে কাজ করে। একজনের অভাবে আর একজন কাজ চালিয়ে যায়। দেশের বাড়িতে সে বছর কয়দিনে সংসারের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়েছিল। সাগরপারের সংসার, সে একেবারেই অন্য সংসার। সে জীবন আত্মীয়-অনাত্মীয় কত মানুষজন, জীবনের চেহারাই আলাদা। উঠোনে উনুনটা ধরাতে ধরাতে এখন এই মুহূর্তে দেশের বাড়িতে শ্বশুরমশায়ের শ্রাদ্ধের পর ফিরে আসার দিনটা মনে পড়ছে।

সাদা থান পড়ে ধলেশ্বরীর ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা। সঙ্গে আরও অনেক লোকজন। তার মধ্যে সাদা থান ধুতি পরা এলোমেলো চুল, শূন্য দৃষ্টি সরস্বতীদেবীকে কেমন আলাদা, কেমন দূরের মনে হচ্ছে। বারো বছর পরে সেই সরস্বতীদেবী এবার মারা গেলেন। বনানীদের নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। নাবাল অঞ্চল এটা। সকালবেলায়, ঠিক কুয়াশা নয়, জলের ওপর থেকে একটা ধোঁয়া উঠে আসে। রীতিমতো আবছায়া হয়ে যায় চারদিক। জল কম থাকায় স্টিমার ঘাট পর্যন্ত আসতে পারেনি। নৌকোয় করে সেই স্টিমার গিয়ে উঠল বনানীরা।

সেই স্টিমারও ছেড়ে দিয়েছে। দূরে, আরও দূরে ধোঁয়ায়, কুয়াশায় মা মিলিয়ে গেলেন। কত ইচ্ছা, কত স্বপ্ন, কত প্রতিশ্রুতি। স্টিমারের প্রপেলারের চাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই বর্তমান নয়। কুয়াশা আর স্টিমারের ধোঁয়া ছাড়া কিছুই বাস্তব নয়।

উনুনটা ধরিয়ে তার মধ্যে দু-মুঠো কালো জিরে চাল আর আলু কপি ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে বনানী দেখল সেই ধলেশ্বরী ধারের ঘাটে কুয়াশার মতো হালকা ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট। একটু এগিয়ে গিয়ে বারান্দার চৌকাঠে হাত দিয়ে ধরে সে

উঠোনের দিকে তাকাল। একটা ছোট পাত্রে কালো জিরের চাল ফুটছে, তার ঘ্রাণ ভেসে আসছে, শেষের ঘ্রাণ। বৎসর, দশক, দিকদিগন্ত অতিক্রম করে একটি শোকের গন্ধ কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। একটা নতুন ধুতি আর তোয়ালে হাতে করে এসে বনানী নিশীথকে বলল, 'বাথরুমের তাকের এক কোণায় একটা শিশির মধ্যে গঙ্গাজল আছে, কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি। স্নান করে উঠে গায়ে ছিটিয়ে এই নতুন জামাকাপড় পড়ে নাও।'

কালোজিরের চালের ভাতের সঙ্গে সমস্ত ঘর-উঠোন ম-ম করছে। নিশীথ বনানীর দিকে তাকল। বনানী নিশীথের দিকে তাকাল।

কী একটা কাজ যেন বাকি আছে। হঠাৎ নিশীথের মনে পড়ল। মেয়েটাকে এখনও ফোন করে খারাপ খবরটা দেওয়া হয়নি। বাবার শ্রাদ্ধের অল্প সময়েই চন্দনা তার ঠাকুমার ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল। এখনও অত দূর থেকে নিয়মিত খোঁজখবর নেয়।

চন্দনাকে সহজেই ফোনে পাওয়া গেল। ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ সে খুব শান্তভাবেই শুনল। কিছুক্ষণ থেমে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের কি অশৌচ হবে?' বনানী বলল, 'না।'

চন্দনা প্রশ্ন করে, 'বাবা কি অশৌচ করছে?' বনানী উত্তর দিল 'যতটা সম্ভব।'

এই সময়ে কালোজিরে চালের ভাতের সৌরভে পুরো ঘরবাড়ি, বারান্দা-উঠোন ভরে গেছে।

হঠাৎ কোথায় কি হল, ফোনের ওপার কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে চন্দনা বলল, 'মা আমার সব কিছু কেমন মনে পড়ছে। হবিস্যি ঘরের বারান্দায় একটা মাটির উনুনে বাবা ভাত ফোটাচ্ছে। সেই ভাতের গন্ধে কেমন একটা দু:খের মায়াভরা তার। অত বড় বাড়ি একটা, কেমন শোকের গন্ধে ছেয়ে গেছে।'

'আমি তোমার বাবাকে খেতে দিয়ে আসি। পরে সব কথা হবে।' চন্দনাকে ছেড়ে দিয়ে বনানী তাড়াতাড়ি ছুটে উঠোনে উনুনের কাছে গেল। বনানী বা নিশীথ কেউ খেয়াল

করেনি। ভাতটা ধরে গেছে।

বনানী বলল, ‘এ ভাত তো খেতে পারবে না।’

নিশীথ বলল, ‘ফ্রিজে বোধহয় দুয়েকটা স্যান্ডউইচ আছে, ওতেই হয়ে যাবে।’

পুনশ্চ:

গল্পটা শেষ করবার পরে মনে হচ্ছে, এমন পাঠকও নিশ্চয় আছেন যিনি কালোজিরের চাল কখনও দেখেননি বা খাননি। এই চাল পশ্চিমবঙ্গের বাজারে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পূর্ববঙ্গে ছোটবেলায় কালোজিরের চাল দেখেছি, কালোজিরের মতো অতি ছোট সুন্দর সুন্দর সাদা দানা, রান্না হলে প্রচুর সুগন্ধে বাড়ি আমোদিত হয়ে ওঠে। প্রধানত পায়েস, ঘি-ভাত এই সব রান্নার জন্যে এই চাল। খুব মহার্ঘ তণ্ডুল, সাধারণ আটপৌরে চালের কয়েক গুণ দাম।

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com